ঝিনাইদহে বিআরটিয়ের ১ দালালকে কারাদন্ড

ঝিনাইদহ বিআরটিএ অফিসে দালালি করার অপরাধে জিল্লুর রহমান নামের এক দালালের ১ মাসের কারাদন্ড ও ১’শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার বিকেলে জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম নুরুন্নবী এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন। দন্ডিত জিল্লুর রহমান শহরের আরাপপুর এলাকার মুনতাজ খান’র ছেলে।

আদালত সুত্রে জানা যায়, বিআরটিএ অফিসে দালালরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে এমন খবরে অভিযান চালানো হয়। এ সময় হাতে নাতে শহরের আরাপপুর এলাকার জিল্লুর রহমান নামের এক দালালকে আটক করা হয়। টাকা নিয়ে কাজ করে দেওয়ার দোষ স্বীকার করায় জিল্লুর রহমানকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১’শ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৭ দিনের কারাদন্ডের আদেশ দেয় বিচারক।

এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আদালতের বিচারক এস এম নুরুন্নবী।

কুষ্টিয়ায় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযানে ২ লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় ভোক্তা অধিকার ও র্যাবের বিশেষ অভিযানে ভেজাল পণ্য তৈরির কারখানার খোঁজ মিলেছে। পরে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে র্যাব-১২ কুষ্টিয়ার কম্পানি কমান্ডার মোহাম্মদ

ইলিয়াস খান ও জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডলের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালায়।

র্যাব জানায়, ওই কারখানা থেকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ভেজাল কসমেটিকস, অলিভ ওয়েল এবং সুগন্ধি তেলসহ আরো অনেক পণ্য জব্দ করা হয়।

জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালানো হয়। এসময় ‘অথই কসমেটিকস’ নামে একটি্ প্রতিষ্ঠানে তারা দীর্ঘদিন ধরে ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাত করে আসছিল।

এসময় বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ভেজাল কসমেটিকস, অলিভ ওয়েল এবং সুগন্ধি তেল উৎপাদন ও বিক্রয় করার অপরাধে অথই কসমেটিকস এর সত্ত্বাধিকারী মোঃ রুহিন আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪১ ধারা মোতাবেক ২ লাখ টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। পাশাপাশি লক্ষাধিক টাকার ভেজাল কসমেটিকস এবং কসমেটিকস তৈরির উপকরণ ধ্বংস করা হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও র্য্যাব-১২’র সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক ৪

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পুলিশি অভিযানে আটক করা হয়েছে ৪ ডাকাতকে।

এসময় তাদের নিকট থাকা দেশীয় অস্ত্র-গ্রীলকাটার ও প্লাষ্টিকের রশি

উদ্ধার করেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে তিতুদহের গ্রীসনগর গ্রাম হতে তাদেরকে আটক করে। আটককৃত ডাকাত দলের সকলের বাড়ি জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর -মদনা ইউনিয়নে।

জানাগেছে, গতকাল রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফর রহমানের নের্তৃত্বে দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই এএম আনোয়ারুল ইসলাম সাঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের গ্রীরিসনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের পূর্ব পাশে পানির ট্রাংকির সামনে।

এ সময় উক্ত স্থান হতে দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ডাকাতির প্রস্তুতি গ্রহন করা কালে ৪ জন ডাকাতকে আটক করে।

আটককৃত ৪ ডাকাত চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের সড়াবাড়ীয়া উত্তরপাড়ার মৃত মজিবর রহমান ওরপে মল্লিক শাহর ছেলে শাহাবুদ্দিন ওরফে বদ্দি (৩৬) একই গ্রামের মসজিদপাড়া পাড়ার সিরাজ হোসেনের ছেলে আব্দুল মান্নান (২৫), শাহপাড়ার আব্দুর রশিদের ছেলে ইমদাদুল হাসান (২৩) ও ইউনিয়নের মদনা গ্রামের উত্তরপাড়ার কাওছার আলীর ছেলে আব্দুল আলীম (২২)। আটক হওয়া ডাকাতদের নিকট হতে উদ্ধারকৃত দেশীয় অস্ত্রের মধ্যে অনুমান ১ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা ১টি লোহার দা, অনুমান ১ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা ৩টি কাঠের বাট যুক্ত হাসুয়া, কালো বাট যুক্ত লোহার তৈরি গ্রীল কাটার ১ টি, বাঁশের বাট যুক্ত লোহার হাতুড়ি ১ টি, ১ টি প্লাস ও ১০ ফুট সাদা প্লাষ্টিকের রশি।

আটককৃত ৪ ডাকাত সহ কয়েকজনকে অজ্ঞাতনামা পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ দর্শনা থানা পুলিশ ৪ জনকে ডাকাতি মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৮

আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

রবিবার সন্ধা থেকে আজ সোমবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছয় মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গোভীপুর গ্রামের এনামুল হকের ছেলে তাজিবুর রহমান।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩ জন এরা হলো বামনপাড়া গ্রামের মীর হারুনের ছেলে মীর বাপ্পি (২৬), পৌর কলেজ পাড়ার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে লালন শেখ, ফৌজদারী পাড়ার শিহাবের ছেলে স্বাধীন।

এছাড়াও সিআর মামলায় দুইজন মহিলাসহ ৪ জন আসামি এরা হলেন সুবিদপুর শিশির পাড়া মালার স্ত্রী মোছা: শ্যামলী খাতুন,ঝাউবাড়ীয়া স্কুলপাড়ার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী বুলবুলি খাতুন,আমদাহ গ্রামের ছাকু মন্ডলের ছেলে মো: আজাদ, মেহেরপুর র্কোটপাড়ার হয়রত আলীর ছেলে মো: সোহেল কে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম নির্দেশে এসআই সঞ্জিব,এএস আই শাকিলসহ পুলিশের একাধিক টিম অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার বিকেলে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে ।

গড়াইটুপিতে স্কুলগামী

শিক্ষার্থীদের ভিডিও করে টিকটক জরিমানা

স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের ভিডিও করে টিকটক তৈরী করে ভাইরাল। টিকটকার গড়াইটুপির সতিনাথ কর্মকারকে ভ্রাম্যামান আদালতে জরিমানা করা হয়েছে। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের বিমল কর্মকারের ছেলে।

জানাযায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নের কয়েকজন স্কুলগামী ছাত্রী শিক্ষার্থীর ভিডিও করে টিকটক তৈরীর পর তা ছড়ানো হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে। এ টিকটক মূহুর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে পড়ে ফেসবুকে। তা প্রশাসনের নজরে পড়লে টিকটকারকে সনাক্ত করে আটক করে তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ। পরে তাকে ভ্রাম্যমান আদালতে হাজির করা হলে আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সতিনাথ কর্মকার (৩০) নামের এক টিকটকারকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এসময় অভিযুক্ত ভ্রাম্যমান আদালতকে জরিমানার টাকা পরিশোধ করে কারাদন্ড থেকে রেহায় পায়।

তিতুদহ ক্যাম্পের এএসআই ইদ্রিস আলী বলেন, বেশ কিছুদিন পূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নের গড়াইটুপিতে কয়েকজন স্কুলগামী স্কুল ছাত্রীর ভিডিও করে টিকটক তৈরীর পর তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছাড়া হয়। এ ভিডিও মুহুর্তের মধ্যে ভইরাল হওয়ায় আমাদের নজরে পড়ে।

এরপর টিকটকারকে সনাক্ত করে তাকে বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে গড়াইটুপি থেকে আটক করা হয়।

আটকের পর তাকে হাজির করা হয় ভ্রাম্যমান আদালতে। এসময় ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি).মাজহারুল ইসলাম অভিযুক্তকে স্কুল শিক্ষার্থীদের ভিডিও করে টিকটক বানিয়ে ফেইসবুকে ভইরাল করার অপরাধে সতিনাথ কর্মকার (৩০) নামের ওই ব্যাক্তিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। ফলে অভিযুক্ত সতিনাথ কর্মকার ভ্রাম্যমান আদালতের দেওয়া প্রদানকৃত রায়ের জরিমানার টাকা পরিশোধ করে মুক্ত হয়। অভিযুক্ত টিকটকার চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের বিমল কর্মকারের ছেলে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন যারা এ ধরনের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকবে তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

ঝিনাইদহে যুবলীগ নেতা নয়নকে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের আলোচিত যুবলীগ নেতা নয়নকে হত্যা চেষ্টা মামলার অন্যতম পলাতক আসামী কে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

র্যাবের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, বৃহস্পতি বার (৫ জানুয়ারি) র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, নয়ন হত্যাচেষ্টা মামলার অন্যতম পলাতক আসামী ঢাকা মহানগরীর মহাখালী এলাকায় আত্নগোপন রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানিক দলটি ঢাকা মহানগরীর মহাখালী এলাকায় রাত দেড়টার দিকে অভিযান পরিচালনা করে ঝিনাইদহ সদর থানার বয়ড়াতলা গ্রামের মোঃ এনামুল কবির বিপ্লব (৩৮) কে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ যে, রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পূর্ব শত্রুতার জেরধরে গত ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে যুবলীগ নেতা নয়ন ইসলাম শহর থেকে নিজ বাড়ীতে ফেরার পথে ঝিনাইদহ সদর থানার বয়রাতলা ফকিরপাড়া এলাকায় পৌছলে গ্রেফতারকৃত আসামীসহ তার সহযোগীরা রামদা, চাইনিজ কুড়াল, লোহার রডসহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভিকটিম কে এলোপাথাড়ি ভাবে আঘাত করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম করে। তাৎক্ষনিক ভাবে স্থানীয়রা ভিকটিমকে ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান শেষে ভিকটিমকে ঢাকা পঙ্গু হাসাপাতালে রেফার্ড করে।

এ বিষয়ে ভিকটিমের পিতা জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঝিনাইদহের সদর থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের

করেন। বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উক্ত ঘটনার বিষয়ে র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং আসামীদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রাখে।
গ্রেফতারকৃত আসামীকে ঝিনাইদহ জেলার সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনায় ইয়াবাসহ জীবনগরের ৩ মাদক ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৯০ পিচ ইয়াবাসহ তিন মাদক ব্যাবসায়ী গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবীর এর নেতৃত্বে দর্শনা থানার এস আই নীতিষ বিশ্বাস, এ এস আই তুহিন হোসেন, এ এস আই হাফিজুর রহমানসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় দর্শনা বাসষ্ট্যান্ডের আড্ডা কফি হাউজের সামনে।

এ সময় দর্শনা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানাধীন বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন খন্দকার সুপার মার্কেট এর আড্ডা কফি হাউজের সামনে হতে জীবননগর উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের উত্তরপাড়ার ফরমান আলীর ছেলে আনারুল ইসলাম আনার (৪৩) শরিফ উদ্দিনের ছেলে ইমরান উদ্দীন (৩৪) ও খোদাবক্স মিয়ার ছেলে মাসুদ মিয়া (৫১) কে ৯০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। বুধবার তাদের তিনজনকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের পৃথক অভিযান মাদক ব্যাবসায়ী বুলেটসহ আটক-৩

দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পৃথক পৃথক মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ইয়াবা ও ফেনসডিলসহ -৩ মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে।

আটককৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। জানাগেছে, বুধবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে মোঃ সাদাত হোসেন এর নেতৃত্বে, চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর উপজেলার দর্শনা থানাধীন পৌরসভার মোহাম্মপুর ও শান্তিপাড়া এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় দর্শনা শান্তি পাড়ার আকরাম খাঁ’র ছেলে আজিজুল হাকিম শিমুল(২৯) ও হাবিবুর হাকিম বিপ্লবকে (৩২) আটক করে।
এসময় বিপ্লবের নিজ বসতঘর থেকে ২৫ পিচ ইয়াবা ও শিমুলের নিজ বসতঘর হতে উদ্ধার করা হয় ২৩ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট। গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫’শ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এদিকে অভিযান একই দিনে ১২ টার দিকে দর্শনা মোহাম্মদপুরে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে শফি মিয়ার ছেলে জাহিদুল ইসলাম বুলেটকে
(৩০) আটক করা হয়। আটককৃতর নিজ বসতঘর হতে উদ্ধার করা হয় ১ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল।

গ্রেফতারকৃত জাহিদুল ইসলাম বুলেটকে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫’শ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।গতকালই তাদের তিনজনকে চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে প্রেরন করেছে।

দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী অভিযানে গাঁজাসহ আটক ১

দামুড়হুদায় জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) মাদক বিরোধী অভিযানে দুই কেজি গাঁজা সহ এক জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত হলেন উপজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামের শহিদ বিশ্বাসের স্ত্রী সানোয়ারা বেগম সানু (৫২)। গত রবিবার বেলা ৩টার দিকে আটককৃত আসামির বাড়ির সামনের পাকা রাস্তার উপর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জনাব আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের দিক নির্দেশনায় জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ জনাব শেখ সফিকুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই শহিদুল বাশার, এসআই শিহাব উদ্দিন, এএসআই শ্রী রমেন কুমার সরকার, এএসআই সাজদার রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন ইব্রাহীমপুর গ্রামস্থ গ্রেফতারকৃত আসামী সানোয়ারা বেগন সানু’র নিজ বসত বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে তার ডান হাতে থাকা কাপড়ের ব্যাগ হতে ২ কেজি গাঁজা ও অবৈধ গাঁজা বিক্রয়ের ৭শত পঞ্চাশ টাকা উদ্ধার পূর্বক তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে আসামিকে দামুড়হুদা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আসামির বিরুদ্ধে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ (মঙ্গলবার) বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দামুড়হুদায় বেশী দামে সার বিক্রি করায় নাঈম বীজ

ভান্ডারকে জরিমানা

দামুড়হুদায় সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে সার বিক্রির অপরাধে নাঈম বীজ ভান্ডারের মালিক কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় সরকার নির্ধারিত ১১০০ টাকার টিএসপি ১৭৮০ টাকায় বিক্রির প্রমান পাওয়া যায়। এ ছাড়া ইউরিয়া, ডিএপি ও এমওপি সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক দামে বিক্রির প্রমান মেলে। কিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ বীজ ও কীটনাশক জব্দ করা হয়।
উল্লেখিত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক হাসানুজ্জামান নাঈমকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪০ ও ৫১ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।